**২য় বিশ্ব বাঘ স্টকটেকিং সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঢাকা, বাংলাদেশ, রবিবার ৩০ ভাদ্র ১৪২১, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীগণ,

সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিজ্ঞানীগণ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম ও Very Good Morning.

দ্বিতীয় বিশ্ব বাঘ স্টকটেকিং সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গ্লোবাল টাইগার রিকভারি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য বাঘ-অধ্যুষিত দেশসমূহের প্রতিনিধিগণ এবং গ্লোবাল টাইগার ইনিশিয়েটিভ-এর সদস্যগণ এ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। আমি সবাইকে বাংলাদেশে স্বাগত জানাচ্ছি।

গ্লোবাল টাইগার ফোরামের প্রথম সাধারণ সম্মেলন ২০০০ সালে ঢাকাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন আমরা সরকারে ছিলাম।

সুধিমন্ডলী,

অনাদিকাল ধরে এশিয়ার প্রকৃতি ও সংস্কৃতিতে বাঘ একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশসহ বাঘ-অধ্যুষিত অনেক দেশেই এটি জাতীয় প্রাণী হিসেবে ঘোষিত এবং শৌর্য ও বীর্যের প্রতীক।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিতভাবে শিল্প-কারখানা তৈরি, বনভূমি ধ্বংস এবং সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাপে বাঘের প্রাকৃতিক আবাসস্থল দিন দিন কমে আসছে।

পাশাপাশি অবৈধভাবে বাঘ শিকার ও বাঘের আবাসস্থল সঙ্কোচনের ফলে বাঘ আজ বিলুপ্তির পথে। গত একশ বছরে বাঘের সংখ্যা ১ লাখ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩ হাজার ৭০০-তে দাঁড়িয়েছে।

বিলুপ্তপ্রায় এই অনিন্দ সুন্দর প্রাণীর বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে আজকের এই সম্মেলন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সুধিবৃন্দ,

আমরা বাঘ-অধ্যুষিত দেশগুলোর সরকার প্রধানগণ বাঘ সংরক্ষণের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে ২০১০ সালের নভেম্বরে একটি আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলাম।

ঐ সম্মেলনে ২০২২ সালের মধ্যে বাঘের সংখ্যা দ্বিগুণ করার ঘোষণা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছাই।

২০১২ সালের অক্টোবরে ভূটানের রাজধানী থিম্পুতে অনুষ্ঠিত বাঘ-অধ্যুষিত দেশগুলোর মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে বাঘ সংরক্ষণে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, আবাসস্থল সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণীর অবৈধ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে ৯-দফা বিশিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে চীনের কুনমিং-এ “International Workshop on Trans-boundary Conservation of Tigers and endangered species and strategy for Combating illegal wildlife trade ” অনুষ্ঠিত হয়।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সমুদ্র উপকূলবর্তী প্রায় ৬ হাজার ১৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন অবস্থিত। এই সুন্দরবনেই বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বসবাস।

১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্য এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে।

কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, সমুদ্রউচ্চতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, সাইক্লোন, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি কারণে সুন্দরবনের অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে।

তদুপরি, এই বনভূমির উপর প্রায় ১২ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল। এসব কর্মকান্ড বাঘ-মানুষের দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমাদের জাতীয় পশু। শুধু এ কারণেই নয়, বাঘ না থাকলে সুন্দরবনের অস্তিত্ব অনেক আগেই বিলীন হয়ে যেত। বাঘই আসলে সুন্দরবনকে রক্ষাকারী। আর সুন্দরবন বাংলাদেশকে ঝড়, ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করছে।

আমরা আমাদের এই জাতীয় প্রাণীকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছি। ইতোমধ্যে National Tiger Recovery Programme ( NTRP) এবং Bangladesh Tiger Action Plan (২০০৯-২০১৭) তৈরি করা হয়েছে। প্রণয়ন করা হয়েছে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২। জামিন অযোগ্য এ আইনে বাঘ শিকারী বা হত্যাকারীর ৭ থেকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং ১ লাখ টাকা থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডের বিধান রয়েছে।

সুন্দরবনসহ সারাদেশে বাঘসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য “Strengthening Regional Cooperation for Wildlife Protection (SRCWP) প্রকল্প নামে আরেকটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক এতে অর্থায়ন করছে।

বন বিভাগের ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিট বন্যপ্রাণী পাচার, অবৈধ বিক্রি ও প্রদর্শন রোধে আইন-শৃঙ্ক্ষলা বাহিনীর সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছে। অসুস্থ বাঘের সেবাদানের জন্য খুলনায় একটি Wildlife Rescue Centre স্থাপন করা হচ্ছে।

বনবিভাগ বাঘের Scientific Monitoring ও জরিপের জন্য গত বছরের এপ্রিল মাস থেকে Wildlife Institute of India-এর সহায়তায় পরীক্ষামূলকভাবে Capture Camera ব্যবহার করছে। এই জরিপ শেষ হলে সুন্দরবনে বাঘের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপন করা সম্ভব হবে।

আমরা Wild Team ও স্থানীয় জনসাধারণের সমন্বয়ে সাতক্ষীরার শ্যামনগরে একটি Tiger Response Team এবং সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রামগুলোতে ৪৯টি Village Tiger Response Team গঠন করেছি। এরফলে লোকালয়ে বাঘ আসা মাত্র খবরাখবর আদান-প্রদান ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজতর হয়েছে।

স্থানীয় জনসাধারণকে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার জন্য Sundarban Environmental and Livelihood Security, Integrated Protected Area Co-Management এবং Climate Resilient Ecosystems and Livelihoods প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে সুন্দরবনের আশেপাশের উপজেলায় ৪টি ‘সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি’ গঠন করা হয়েছে।

এছাড়া সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল স্থানীয় জনসাধারনের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। আমরা বন্যপ্রাণী দ্বারা নিহত বা আহতদের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছি।

বন ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি, মনিটরিং জোরদার ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণসহ সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে ভারতের সাথে আমরা একটি Protocol ও একটি সমঝোতা স্মারক সাক্ষর করেছি।

এছাড়া বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল এবং ভারতের মধ্যে “Strengthening Regional Cooperation for wildlife protection” প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

আমাদের গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে বিগত দুই বছরে বাংলাদেশে কোন বাঘ হত্যা হয়নি। পূর্বে বছরে মানষের হাতে গড়ে ৩-৪টি বাঘের মৃত্যু হত। বাঘের আক্রমণে মানুষ মৃত্যুর সংখ্যাও ২৫-৩০ জন থেকে কমে মাত্র ৪ জনে এসে দাঁড়িয়েছে।

শুধু বাঘ রক্ষাই নয়, প্রাণী বৈচিত্রের বিপুল আধার হিসেবে সুন্দরবনকে রক্ষা করা জরুরি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জীব-পরিবেশের এক অনন্য নিদর্শন এই সুন্দরবন।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাকে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সামুদ্রিক ঝড় এবং সাইক্লোন থেকে রক্ষা করে। আমি বিশ্ব সম্প্রদায়কে সুন্দরবন রক্ষায় অংশ নিতে আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা নদীগুলোর ক্যাপিটাল ড্রেজিং করছি। এরফলে সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা সুন্দরবনকে রক্ষা করতে ভূমিকা রাখবে।

সুধিবৃন্দ,

গ্লোবাল টাইগার প্রোগ্রামের তিন বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। সেন্ট পিটার্সবার্গের ঘোষণা দৃশ্যমান করার জন্য গ্লোবাল টাইগার ইনিশিয়েটিভ বাঘ-অধ্যুষিত দেশসমূহকে সব ধরণের সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

আমি বিশ্বাস করি আমরা এখন বাঘ সংরক্ষণে অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। এ মূহুর্তে আমাদের পরিকল্পনা কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন এবং ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।

আমি আশা করি, ‘Thimpu Affirmative Nine Point Action Agenda on Tiger Conservation’ এর আলোকে “গ্লোবাল টাইগার রিকভারি প্রোগ্রামের” মূল লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে বাঘের সংখ্যা দ্বিগুণ করার বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করে এ সম্মেলনে একটি নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

আমি আপনাদের সকলকে আশ্বস্ত করতে চাই, বাঘ রক্ষায় আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আমার প্রত্যাশা, বাংলাদেশসহ সকল বাঘ-অধ্যুষিত দেশসমূহ বাঘ সংরক্ষণে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আসুন সকলে মিলে আমরা বাঘ বাঁচাই, প্রকৃতি বাঁচাই।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...